যুগান্তর

তারিখ JUL 14 2006
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

শিক্ষকদের দাবির বিষয়ে আগামী সপ্তাহে সুস্পষ্ট ঘোষণা আসছে

● সচিব বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী সপ্তাহের প্রথমদিকেই আন্দোলনরত শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা আসছে। শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক জানিয়েছেন, বেসরকারি শিক্ষকদের দাবিসমূহ নিয়ে বৃহস্পতিবার সচিবদের বৈঠকে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে জোরেশোরে আলোচনা চলছে। আমি সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছি। আর্থিক সংশোধন নিয়েই বেশি আলোচনা হচ্ছে। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৃহস্পতিবার একাধিকবার কথা হয়েছে। তিনিও বিষয়টি সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন। দু'তিন দিনের মধ্যে দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সরকারি ঘোষণা দেয়া হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানায়, শিক্ষকদের ৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে। আর্থিক সংকুলান না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি করা হতে পারে। তবে ১০ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। শিক্ষক নেতারা জানিয়েছেন, ৫ শতাংশ নয়, সরকার প্রতিশ্রুত ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য দাবি মেনে না নেয়া পর্যন্ত লাগাতার ধর্মঘট চলবে।

শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রী অসুস্থ থাকায় তিনি শিক্ষকদের দাবির বিষয়ে বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন।

শতভাগ বেতন ভাতা প্রদান, শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ, ১০০ টাকার পরিবর্তে সম্মানজনক বাড়ি ভাড়া প্রদানসহ বিভিন্ন দাবিতে শিক্ষকরা গত ৬ জুলাই থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে অবিরাম ধর্মঘট পালন করছে। বৃহস্পতিবার ধর্মঘটের ৮ম দিনে দেশের প্রায় সব বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা বন্ধ ছিল। অবিলম্বে দাবি বাস্তবায়নে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট আগামীকাল সাইনজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, অভিভাবকদের সমন্বয়ে দেশব্যাপী জেলা সদরে সংবাদ সম্মেলন করবে। দাবির সমর্থন আদায়ে ঢাকার প্রতিটি স্কুলে শিক্ষক ও অভিভাবক প্রতিনিধিদের সঙ্গে গণসংযোগ করেছে বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকী, সাখাওয়াত হোসেন মল্লিকের নেতৃত্বে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ এ গণসংযোগ পরিচালনা করেন।

প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম নেতৃত্বাধীন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট ঢাকা মহানগর শাখার সংগ্রাম কমিটি গঠন করেছে। বৃহস্পতিবার এক সভায় অধ্যক্ষ রাফিকা আফরোজকে আহ্বায়ক এবং মোঃ আইয়ুব আলী ও আবুল হোসেনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট দাবি বাস্তবায়নে গতকাল মুক্তাঙ্গনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। বেলা ১১টা থেকে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচিতে শতাধিক শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। জোটের প্রধান আহ্বায়ক অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া জানান, সরকার ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য দাবি মেনে নেয়ার ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ গতকাল এক সভায় ঘোষিত দাবি অবিলম্বে মেনে নিতে সরকারের কাছে জোর দাবি জানায়। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (জয়নুল) শিক্ষকদের দাবি অবিলম্বে মেনে না নিলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (বাশার-নজরুল) শতভাগ বেতন প্রদানসহ অন্যান্য দাবি অবিলম্বে মেনে নিতে সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছে।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ শিক্ষকদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বলেছেন, শিক্ষকদের দাবি পূরণে ব্যাপক অর্থের প্রয়োজন নেই। তিনি আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান।